প্রতি

জিন লুইস
জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, বাংলাদেশ।

বিষয়: কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ।

প্রিয় জিন লুইস

(১) **সিসিএনএফ-এর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।** সিসিএনএফ কক্সবাজারে কর্মরত কাজ করা প্রায় ৬০টি স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও এবং সিএসও-এর একটি নেটওয়ার্ক। আমাদের উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজারকে একটি মানবাধিকার এবং নারী-পুরুষ সমতার প্রতি সংবেদনশীল সমাজে পরিণত করা। এই নেটওয়ার্কটি ২০১৭ সালে নতুন করে রোহিঙ্গাদের আগমনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে সভা-সেমিনারের আয়োজন করে আসছে, গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদেরকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা ও সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং স্থানীয়করণের প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে রোহিঙ্গা কর্শসূচির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই এবং কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(২) **'স্ট্রিমলাইনিং' করার জন্য সিসিএনএফ-এর সুপারিশ:** ২০১৭ সাল থেকেই, যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা করা জেআরপি করার সময় থেকেই আমরা রোহিঙ্গা কর্শসূচি ব্যবস্থাপনার নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করে এসেছি। আমাদের ওয়েবসাইটে সেই সব প্রস্তাবনা এখনো রয়ে গেছে। আমরা মনে করি সর্বোত্তম 'স্ট্রিমলাইনিং' হলো 'সিঙ্গেল লাইন এবং সিঙ্গেল পট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট'-অর্থাৎ অর্থ সহায়তা এবং সামগ্রিক কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র একটি সংস্থার মাধ্যমে হবে, যেখানে সরকার নেতৃত্ব দেবে এবং জাতিসংঘ সহযোগী হিসেবে থাকবে। এই বিবেচনায় আইএসসিজিকে আরআরআরসি কার্যালয়ের সঙ্গে একিভূত করা উচিৎ। রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে ক্রমহ্রাসমান অর্থসহায়তার সঙ্গে খাপ খেয়ে নিতে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেক প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করার নিমিত্তেই আমাদের এই বিবেচনা।

(৩) এই সার্বিক সংস্কারটির বাইরেও আমরা আরও বেশ কিছু বিস্তারিত প্রস্তাব করে আসছি:

(ক) আমাদের দাবিগুলোর অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের Head of Sub office Group (HoSoG) -এ থাকা উচিত। এই বিষয়টি আমরা প্রথমে মি. মার্ক লুকউকের ২০১৭ সালের অক্টোবরে উত্থাপন করি এবং প্রতি বছর জেআরপি খসড়া প্রণয়নের সময় নিয়মিত এই দাবিটি উত্থাপন করে আসছি। সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি যে HoSoG-এ নেতৃস্থানীয় জাতীয়/আন্তর্জাতিক বাংলাদেশী এনজিও এবং একটি আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আমরা আইএসসিজি'র সিনিয়র

কো-অর্ডিনেটরের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। আমরা এই বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছি, কারণ এই ধরনের প্রতিনিধিত্বগুলো গণতান্ত্রিকভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে হওয়া উচিত (আমি এবং আবু মুর্শেদ চৌধুরী SEG-এর জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি, এই প্রক্রিয়াটি ISCG দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলো)। HoSoG-যা ঘটেছে, এটি অন্যায্য এবং এটি ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে, আমরা এভাবে ইচ্ছেমতো বাছাই করে নেওয়ার পক্ষে নই।

(খ) **অতি ক্ষমতায়িত সেকটরগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করুন।** স্ট্রিমলাইনিং প্রক্রিয়া এবং র‍্যাশনালাইজেশন প্রতিবেদনে সেক্টরগুলিকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, এত করে স্থানীয় এনজিওগুলি ভবিষ্যতে সমস্যার সম্মুখীন হবে। স্থানীয় এনজিওগুলো আমরা আমরা অনেক বেশি ভূমিকা নিতে দেখতে চাই। অর্থ সহায়তার ক্রমহ্রাসমান পরিমাণ মোকাবেলা করতে হবে এবং স্থানীয় নেতাদেরও সামাজিক সংহতি ও শান্তি বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে, তাই আমরা স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাব যেন সেক্টরগুলোর চেয়ার / কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বে শুধুমাত্র স্থানীয় এনজিওগুলিকেই দেওয়া হয়। পুরো রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে অধিকতর সহজ পারস্পরিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। এটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে পরিচালিত গ্র্যান্ড বারগেইন ফিল্ড ডেমোনস্ট্রেশন মিশনেরও একটি প্রস্তাব।

(৪) **প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা:** জেআরপি তৈরির সময় আমরা পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে অনেক অনুরোধ করেছি, আমরা মূলত দুটি বিষয় উত্থাপন করেছি এবং হাইকমিশনার ফিলিপ গ্র্যান্ডির সফরের সময়ও আমরা এই বিষয়গুলি তুলে ধরেছি:

(ক) **ক্যাম্পে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করুন,** এর অনেক বিকল্প আছে, স্থানীয় এলাকার ভূমির উর্বরতা শক্তি বজায় রাখতে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা খুবই প্রয়োজনীয়।

(খ) **ভূগর্ভস্থ পানির বিকল্প তৈরি করতে হবে।** রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহাকে উৎসাহিত করতে হবে, নাফ নদীর পানিসহ ভূ-পৃষ্ঠের পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উখিয়া ও টেকনাফের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এই দুটি উদ্যোগ ছাড়াও আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, আর এ কারণেই আমরা কক্সবাজারের পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সমন্বিত তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি।

(৫) **স্থানীয় অর্থনীতিকে সমর্থন করা:** বেশ কয়েকবার আমরা অর্থনৈতিক সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেছি। বিশেষ করে স্থানীয় উৎপাদকের কাছ থেকে লবণ এবং শুঁটকি মাছ ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছি। আমরা আমাদের সেই প্রস্তাবটির পুনরুল্লেখ করছি।

(৬) **স্থানীয়করণের জন্য বিশেষ তহবিল বা পুল ফান্ড গঠন করা** । একটি দাতা সংস্থা

স্থানীয়করণ/স্থানীয় এনজিওকে সমর্থন করার জন্য একটি পুল ফান্ডের ঘোষণা করে সেই তহবিলটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছে একটি বড় এনজিওকে। কিন্তু দাতা সংস্থাগুলোর মনে রাখা উচিৎ যে, স্থানীয়করণের সকল প্রচেষ্টাকে গ্র্যান্ড ব্যার্গেইন কমিটমেন্ট, চার্টার ফর চেঞ্জ এবং অংশীদারিত্বের নীতি অনুসরণ করতে হবে। এটি শুধুমাত্র স্থানীয় এনজিওগুলিতে তহবিল স্থানান্তর নয়, এটি কক্সবাজারে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রচারের লক্ষ্যে একটি টেকসই এবং জবাবদিহিমূলক সুশীল সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াও। স্থানীয় সংস্থা এবং তহবিল ব্যবস্থাপকেরও এডভোকেসিতে মনযোগ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই ধরনের তহবিলের উদ্দেশ্য কক্সবাজারে শুধুমাত্র আরে কয়েকটি কিছু সুনির্দিষ্ট সেবাদানে ঠিকাদার এনজিও তৈরি হতে পারে না, বা বড় এনজিওগুলির প্রতি আনুগত্য তৈরির জন্যও এই ধরনের তহবিল ব্যবহার করা বা স্থানীয় এনজিওগুলির মধ্যে বিভাজন তৈরিও এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়।

(৭) **অংশীদারিত্ব নির্বাচন নীতি এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।** আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো– বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশীদারিত্ব নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক নীতি অনুশীলন প্রায় করেন না বললেই চলে। অংশীদারিত্বের একটি স্বচ্ছ নীতিমালা স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সুশাসন এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে যা হচ্ছে তাতে স্বজনপ্রীতির নমুনা স্পষ্ট, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কক্সবাজারে নিয়ে আসা হচ্ছে, যারা অর্থসহায়তা না থাকলেই আবার ফিরে যাবে। স্থানীয়দের প্রতি এদের কোনও জবাবদিহিতা নেই। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বা স্থায়িত্বশীলতার বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচনা করছেন না। অনেক সময় অংশীদারিত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সেই প্রত্যাখ্যান বা ব্যর্থতার কারণটুকু জানানোর প্রয়োজন বোধ করছেন না। আমরা নারী–প্রধান সংগঠনের বিকাশের পক্ষে, তবে সেক্ষেত্রেও মৌলিক বিবেচনা থাকতে হবে সংস্থার পরিচালনায় সুশাসন এবং তার কার্যক্রমের কার্যকারিতা।

(৮) **স্থানীয়করণ রোডম্যাপের ভবিষ্যৎ কী?** এটি এসইজি/ জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর উদ্যোগে লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়, টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলো ইউএনডিপি এবং আইএফআরসি, গ্রুপের সদস্যরা ছিলো ইউএনএইচসিআর, ইউকেএআইডি, সেভ দ্য চিলড্রেন, অক্সফাম, জাতীয় এনজিও প্রতিনিধি হিসাবে আমি/কোস্ট, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি হিসাবে মুর্শেদ/ফালস, আবদুল লতিফ খান এবং শিরীন হক এতে ছিলাম। সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। দুই বছর কাজ করে সংস্থাটি লোকালাইজেশন রোডম্যাপ হিসেবে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়। অবশেষে এসইজি ২০২০ সালে এসে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে । কিন্তু প্রতিবেদনটি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কোনও প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। আমরা জাতিসংঘের বর্তমান আবাসিক প্রতিনিধির কাছে এই প্রতিবেদনটির হাল নাগাদ অবস্থা কী সে বিষয়ে জানতে চাই।

(৯) **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা।** আমরা সবাই জানি যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে উদ্বেগ–উত্তেজনার মাত্রা বাড়ছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা রাখতে হবে। সুতরাং, আমরা মনে করি রোহিঙ্গা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের একটি শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। তাই, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক সংহতি বজায় রাখা এবং শান্তি বিনির্মাণে স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃজনশীল

কর্মসূচি ও বাস্তবায়নের অনুরোধ করছি।

(১০) কক্সবাজার সফরকারী গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সিএসও-র জন্য সুযোগ রাখতে হবে। রোহিঙ্গা কর্মসূচির শুরুতে পরিদর্শনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় করতে আইএসসিজি স্থানীয় এনজিও/সিএসও নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতো। কিন্তু পরবর্তীতে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। আগের সেই অবস্থানটি ছিলো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক, আমরা স্থানীয় এনজিওগুলি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। যেহেতু রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটে পরিণত হয়েছে, এই ধরনের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির খুবই প্রয়োজন। আমরা আইএসসিজিকে সেই ধারাটি পুনরায় শুরু করার জন্য অনুরোধ করবো, স্থানীয় এনজিও/সিএসও নেতৃবৃন্দকে পরিদর্শনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া উচিত।

(১১) আমরা দেখতে চাই যে এনজিওপি রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের মধ্যে সমন্বয় সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

নিবেদক

আবু মোর্শেদ চৌধুরী, বিমল চন্দ্র দে সরকার ও রেজাউল করিম চৌধুরী